

সূরা ৭৫ : কিয়ামাহ, মাক্কী

৭৫ - سورة القيامة مَكِّيَّة

(আয়াত ৪০, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ৪০ ‘رُكُوعَاتُهَا : ২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আব্রাহার নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। আমি শপথ করছি কিয়ামাত দিবসের।	۱. لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ
২। আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।	۲. وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
৩। মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবনা?	۳. أَتَحْسَبُ الْإِنْسَنُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ.
৪। বস্তুতঃ আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনঃ বিন্যস্ত করতে সক্ষম।	۴. بَلَىٰ قَدَرِينَا عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ.
৫। তবুও মানুষ তার সম্মুখে যা আছে তা অস্বীকার করতে চায়;	۵. بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَنُ لِيَفْجَرُ أَمَامَهُ.
৬। সে প্রশ্ন করে : কখন কিয়ামাত দিবস আসবে?	۶. يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ
৭। যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।	۷. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ
৮। এবং চক্ষু হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন।	۸. وَخَسَفَ الْقَمَرُ

৯। যখন সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে।	۹. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
১০। সেদিন মানুষ বলবে : আজ পালানোর স্থান কোথায়?	۱۰. يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْزُ
১১। না, কোন আশ্রয়স্থল নেই।	۱۱. كَلَّا لَا وَزَرَ
১২। সেদিন ঠাই হবে তোমার রবের নিকট।	۱۲. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ
১৩। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে।	۱۳. يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ
১৪। বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত।	۱۴. بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
১৫। যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।	۱۵. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ

কিয়ামাত দিবসে বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার শপথ এবং অস্বীকারকারীদের দাবী খন্ডন

একাধিকবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে জিনিসের উপর শপথ করা হয় ওটা যদি প্রত্যাখ্যান করার জিনিস হয় তাহলে ওর পূর্বে ۱ এ কালেমাটি নেতিবাচকের গুরুত্বের জন্য আনয়ন করা বৈধ। এখানে শপথ করা হচ্ছে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার উপর এবং অজ্ঞ লোকদের এর প্রত্যাখ্যানের উপর যে, কিয়ামাত হবেনা। মহান আল্লাহ তাই বলছেন : আমি শপথ করছি কিয়ামাত দিবসের এবং আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের শপথ এবং তিরস্কারকারী আত্মার শপথ দু'টিরই শপথ করছি। (তাবারী ২৪/৪৮) হাসান বাসরীর (রহঃ) মতে প্রথমটির শপথ এবং দ্বিতীয়টির শপথ নয়। কিন্তু সঠিক উক্তি এই যে, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা দু'টিরই শপথ করেছেন। যেমন কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (কুরতুবী ১৯/৯১, দুররুল মানসুর ৮/৪৭)

কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে সবাই অবহিত। **نَفْسٌ لَّوَّامَةٌ** এর তাফসীরে হাসান বাসরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা মু'মিনের নাফস উদ্দেশ্য। এটা সব সময় নিজেই নিজেকে তিরস্কার করতে থাকে যে, এটা কেন করলে? কেন এটা খেলে? কেন এই ধারণা মনে এলো? তবে হ্যাঁ, ফাসিকের নাফস সদা উদাসীন থাকে। তার কি দায় পড়েছে যে, সে নিজের নাফসকে তিরস্কার করবে? (কুরতুবী ১৯/৯৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ নাফস উদ্দেশ্য যা ছুটে যাওয়া জিনিসের উপর লজ্জিত হয় এবং তজ্জন্য নিজেকে ভর্ৎসনা করে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ উক্তিগুলি ভাবার্থের দিক দিয়ে প্রায় একই ভাবার্থ। তা এই যে, এটা ঐ নাফস যা সাওয়াবের স্বল্পতার জন্য এবং দুষ্কার্য হয়ে যাওয়ার জন্য নিজেই নিজেকে তিরস্কার করে। (তাবারী ২৪/৫০) মহান আল্লাহ বলেন :

أَيُخْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারবনা? এটাতো তাদের বড়ই ভুল ধারণা। আমি ওগুলিকে বিভিন্ন জায়গা হতে একত্রিত করে পুনরায় দাঁড় করিয়ে দিব এবং ওকে পূর্ণভাবে গঠন করব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যই আমি ওগুলি একত্রিত করব। আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। আমি ইচ্ছা করলে সে পূর্বে যা ছিল তার চেয়েও কিছু বেশি দিয়ে তাকে পুনরুত্থিত করতে পারব। মহাপ্রতাপাশ্বিত আল্লাহ বলেন :

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ মানুষ তার ইচ্ছা মত পাপ কাজে লিপ্ত থেকে সামনে এগিয়ে যেতে চায়। বুকো আশা বেঁধে রয়েছে এবং বলছে : পাপকাজ করেতো যাই, পরে তাওবাহ করে নিব। তারা কিয়ামাত দিবসকে, যা তাদের সামনে রয়েছে, অস্বীকার করছে। সে পদে পদে নিজেকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর পরেই বলা হয়েছে :

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ সে প্রশ্ন করে : কখন কিয়ামাত দিবস আসবে? তার এ প্রশ্নটি অস্বীকৃতিসূচক। তার বিশ্বাসতো এটাই যে, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ

তারা জিজ্ঞেস করে : তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? বল : তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিন যা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবেনা, তরাশ্বিতও করতে পারবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ : ২৯-৩০) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ

নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবেনা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪৩) তারা ভয়ে ও ত্রাসে চোখ বড় বড় করে এদিক ওদিক তাকাতে থাকবে। তাদের দৃষ্টি কোন নির্দিষ্ট জিনিসের উপর থাকবেনা। কারণ কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা মানুষকে ভয়-ভীতিতে আচ্ছন্ন করে রাখবে। অন্যরা শব্দটিকে 'বারাকা' হিসাবে উচ্চারণ করেছেন, যার অর্থ দাঁড়ায় হতবুদ্ধি হওয়া, নতজানু হওয়া এবং অবমাননা হওয়া। এসব কিছুই হবে কিয়ামাত দিবসের আতঙ্কময় বিচারের কাজ প্রত্যক্ষ করার আশঙ্কার কারণে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

وَحَسَفَ الْقَمَرُ চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন। আর সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ দু'টিকেই জ্যোতিহীন করে জড়িয়ে নেয়া হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে গুটিয়ে ফেলা হবে। (তাবারী ২৪/৫৭) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেছেন :

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ

সূর্য যখন নিস্প্রভ হবে এবং যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে। (সূরা তাক্বীর, ৮১ : ১-২) ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ রয়েছে।

মানুষ এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে বলবে : يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ :
আজ পালানোর স্থান কোথায়? তখন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে জবাব দেয়া হবে : না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। এই দিন ঠাই হবে তোমার রবেরই নিকট। এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতই :

مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيرٍ

যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবেনা, আর না (তোমাদের পাপ) অস্বীকার করার সুযোগ থাকবে। (সূরা শূরা, ৪২ : ৪৭)

বিচার দিবসে প্রত্যেকের কাছে তাদের আমলনামা দেয়া হবে

ঘোষিত হচ্ছে : يُنْبَأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : يُنْبَأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ লোকেরা জানতে পারবে যে, বিগত জীবনে তারা কি করেছে, তা জীবনের প্রথমেই হোক অথবা শেষেই হোক, তা প্রথম কাজটি হোক অথবা সর্বশেষ কাজটিই হোক, তা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রতম হোক অথবা অনেক বড়ই হোক। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۖ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৯)

মহান আল্লাহ এখানে বলেন : বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত, যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

أَفَرَأَى كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ১৪) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার চোখ-কান, হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। (তাবারী ২৪/৬২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, সে নিজেই তার কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করবে। অন্যত্র তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ! তুমি যদি তাকে দেখতে চাও তাহলে দেখতে পাবে যে, সে

অন্যদের দোষ-ত্রুটি দেখতে রয়েছে, আর নিজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে রয়েছে সম্পূর্ণ উদাসীন! বলা হয় যে, ইঞ্জিলে লিখিত রয়েছে : ‘হে আদম সন্তান! তুমি তোমার ভাইয়ের চোখের ছোট ছোট অংশ দেখতে পাচ্ছ, অথচ তোমার নিজের চোখের গাছের গুড়িসম অংশটাও দেখতে পাচ্ছনা?’ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ এর অর্থ হচ্ছে সে নিজকে বাঁচানোর জন্য নানা যুক্তি, অজুহাত তুলে ধরতে থাকবে, যদিও তার কর্মকাণ্ডের জন্য সে নিজেই উত্তম সাক্ষী। (তাবারী ২৪/৬৪)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন মানুষ বাজে বাহানা, মিথ্যা প্রমাণ এবং নিরর্থক ওয়র পেশ করবে, কিন্তু তার একটি ওয়রও গৃহীত হবেনা। (তাবারী ২৪/৬৫) যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা বলবে : আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন‘আম, ৬ : ২৩) আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَتَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ

যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যে রূপ তোমাদের নিকট শপথ করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাইতো মিথ্যাবাদী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ১৮) মোট কথা, কিয়ামাতের দিন তাদের ওয়র-আপত্তি তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ

যালিমদের কোনো ওয়র আপত্তি কোন কাজে আসবেনা। (সূরা মু‘মিন, ৪০ : ৫২)

وَالْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ

সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। (সূরা নাহল, ১৬ : ৮৭)

فَالْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ

অতঃপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে : আমরা কোন মন্দ কাজ করতামনা ।
(সূরা নাহল, ১৬ : ২৮)

وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা । (সূরা আন'আম, ৬ : ২৩) (তাবারী ২৪/৬৪) তারাতো শিরকের সাথে সাথে নিজেদের সমস্ত দুষ্কর্মকেই অস্বীকার করবে, কিন্তু সবই বৃথা হবে। তাদের ঐ অস্বীকৃতি তাদের কোনই উপকারে আসবেনা ।

১৬। তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা দ্রুততার সাথে সঞ্চালন করনা ।	১৬. لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لَتَعَجَلَ بِهِ
১৭। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই ।	১৭. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ
১৮। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর ।	১৮. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ
১৯। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই ।	১৯. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
২০। না, তোমরা প্রকৃত পক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস ।	২০. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ
২১। এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর ।	২১. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ
২২। সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে ।	২২. وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ
২৩। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে ।	২৩. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ
২৪। কোন কোন মুখমন্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ,	২৪. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ

২৫। এই আশংকায় যে, এক
ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন।

۲۵. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ

কিভাবে রাসূলের (সাঃ) কাছে অহী অবতীর্ণ হত

এখানে মহামহিমাবিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তিনি মালাক/ফেরেশতার নিকট হতে কিভাবে অহী গ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহী গ্রহণ করার ব্যাপারে খুবই তাড়াহুড়া করতেন। জিবরাঈল মালাক যখন অহীকৃত কুরআনের আয়াত পাঠ করতেন তখন তিনিও তার সাথে সাথে মুখস্থ করতে চেষ্টা করতেন। তাই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন :

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ যখন মালাক অহী নিয়ে আসবে তখন তুমি শুনতে থাকবে। অতঃপর যে ভয়ে তিনি এরূপ করতেন সেই ব্যাপারে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন : হে নাবী! তোমার বক্ষে ওটা জমা করে দেয়া এবং তোমার ভাষায় তা হুবহু পাঠ করিয়ে ও মুখস্থ করিয়ে নেয়ার দায়িত্ব আমার। অনুরূপভাবে তোমার দ্বারা এর ব্যাখ্যা করিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার। সুতরাং প্রথম অবস্থা হল মুখস্থ করানো, দ্বিতীয় অবস্থা হল পড়িয়ে নেয়া এবং তৃতীয় অবস্থা হল বিষয়টির ব্যাখ্যা করিয়ে নেয়া। তিনটিরই দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নিজে গ্রহণ করেছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ

زِدْنِي عِلْمًا

তোমার প্রতি আল্লাহর অহী সম্পূর্ণ হবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরান্বিত করনা এবং বল : হে আমার রাক্ব! আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন। (সূরা তা-হা, ২০ : ১১৪) মহান আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ হে নাবী! সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।

সুতরাং যখন আমি ওটা পাঠ করি অর্থাৎ আমার নাখিলকৃত মালাক ওটা পাঠ করে তখন তুমি ঐ পাঠের অনুসরণ কর অর্থাৎ শুনতে থাক এবং তার পাঠ শেষ হলে পর পাঠ কর।

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী গ্রহণ করতে খুবই কষ্ট বোধ হত এই ভয়ে যে, না জানি হয়তো তিনি ভুলে যাবেন। তাই তিনি মালাকের সাথে সাথে পড়তে থাকতেন এবং স্বীয় ওষ্ঠদ্বয় নাড়াতে থাকতেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইব্ন আব্বাস (রাঃ) স্বীয় ওষ্ঠ নেড়ে দেখিয়ে দেন এবং তাঁর শিষ্য সাঈদও (রহঃ) নিজের উস্তাদের মত নিজের ওষ্ঠ নেড়ে তাঁর শিষ্যকে দেখান। ঐ সময় মহামহিমাবিত আল্লাহ **لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ** আয়াতটি অবতীর্ণ করেন : হে নাবী! তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা ওর সাথে সঞ্চালন করনা। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন জিবরাঈল এটা পাঠ করে তখন তুমি নীরবে তা শ্রবণ করবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এ রিওয়াযাতটি রয়েছে। সহীহ বুখারীতে এও রয়েছে যে, যখন অহী অবতীর্ণ হত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে থাকতেন এবং মালাক চলে যাওয়ার পর তিনি তা পাঠ করতেন। (আহমাদ ১/৩৪৩, ফাতহুল বারী ১/৩৯, ৮/৫৪৭, ৫৫০, ৭০৭ ১৩/৫০৮; মুসলিম ১/৩৩০)

বিচার দিবসকে অস্বীকার করার কারণ হল দুনিয়ার প্রতি আসক্তি

এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন : **كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ.** এই কাফিরদের কিয়ামাতকে অস্বীকার করতে, আল্লাহর পবিত্র কিতাবকে অমান্য করতে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য না করতে উদ্ধৃদ্ধকারী হচ্ছে দুনিয়ার প্রেম এবং আখিরাত বর্জন। অথচ আখিরাত হল বড়ই গুরুত্বপূর্ণ দিন।

পরকালে আল্লাহকে দেখতে পাওয়া

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ** ঐ দিন বহু লোক এমন হবে যাদের মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে : ‘শীঘ্রই তোমাদের রাব্বকে তোমরা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবে। বহু হাদীসে মুতাওয়াতির সনদে, যেগুলি হাদীসের ইমামগণ নিজেদের কিতাবসমূহে আনয়ন করেছেন, এটা বর্ণিত হয়েছে যে,

মু'মিনরা কিয়ামাতের দিন তাদের রাব্বকে দেখতে পাবে। এ হাদীসগুলিকে কেহ মুছে ফেলতে পারবেনা এবং অস্বীকারও করতে পারবেনা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ (রাঃ) ও আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাতের দিন কি আমরা আমাদের রাব্বকে দেখতে পাব?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : 'যখন আকাশ মেঘশূন্য ও সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে তখন সূর্য ও চন্দ্রকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট কিংবা অসুবিধা হয় কি?' উত্তরে তাঁরা বললেন : 'জী না।' তখন তিনি বললেন : 'এভাবেই তোমরা তোমাদের রাব্বকে দেখতে পাবে।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪৩০, মুসলিম ১/১৬২, ১৬৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেই যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রাব্বকে দেখতে পাবে যেমনভাবে এই চাঁদকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং সম্ভব হলে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বের সালাতে (অর্থাৎ ফাজরের সালাতে) এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের সালাতে (অর্থাৎ আসরের সালাতে) তোমরা কোন প্রকার অবহেলা করবেনা। (ফাতহুল বারী ১৩/৪২৯, মুসলিম ১/৪৩৯)

সহীহ মুসলিমে সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন : 'তোমাদেরকে যদি আমি আরও কিছু অতিরিক্ত দিই তা তোমরা চাও কি?' তারা উত্তরে বলবে : 'আপনি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছেন, আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করেছেন। সুতরাং আমাদের আর কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকতে পারে?' তৎক্ষণাৎ পর্দা সরে যাবে। তখন তাদের কাছে অতিরিক্ত আর কিছুই চাওয়ার থাকবেনা যখন তারা তাদের আনন্দ ও ভালবাসার পাত্র আল্লাহকে দেখতে পাবে। এটাকেই **زِيَادَةٌ** বলা হয়েছে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন :

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; এবং অতিরিক্ত প্রদানও বটে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২৬) (মুসলিম ১/১৬৩)

সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) বর্ণিত অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের মাইদানে মু'মিনদের সামনে হাসি মুখে উপস্থিত হবেন। (মুসলিম ১/১৭৮)

এসব হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মু'মিনরা কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভে ধন্য হবে।

বিচার দিবসে কারও কারও মুখমন্ডল হবে কালো

ইহা হবে কিয়ামাত দিবসে খোলা মাঠে যখন সবাইকে উপস্থিত করা হবে। কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় আছে যে, ঈমানদারগণ খোলা মাঠে তাদের রাব্বকে তাকিয়ে দেখতে থাকবেন। অন্যরা বলেন যে, তারা (ঈমানদারগণ) জান্নাতে বসে আল্লাহকে দেখতে পাবেন। হাসান (রহঃ) বলেন যে, 'সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে' এর ভাবার্থ হচ্ছে : কতকগুলি চেহারা সেদিন অতি সুন্দর দেখাবে। এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তি মত :

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

সেদিন কতগুলি মুখমন্ডল হবে শ্বেতবর্ণ (উজ্জ্বল) এবং কতক মুখমন্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৬) মহান আল্লাহর নিম্নের উক্তিগুলিও অনুরূপ :

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّهَا غَبَرَةٌ.

تَرَهَّقَهَا قَتَرَةٌ. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ

সেদিন বহু আনন হবে দীপ্তিমান, সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমন্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসরিত। সেগুলিকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। তারাই কাফির ও পাপাচারী। (সূরা আ'বাসা, ৮০ : ৩৮-৪২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ : তারা হল ঐ সমস্ত পাপী ও অপরাধী যাদের মুখমন্ডল কিয়ামাত দিবসে হবে কালিমাচ্ছন্ন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তাদের মুখমন্ডল হবে বিষন্ন। (তাবারী ২৪/৭৪) সুদী (রহঃ) বলেন যে, তাদের মুখমন্ডল হয়ে যাবে বিবর্ণ। (কুরতুবী ১৯/১১০) تَظُنُّ অর্থাৎ তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে। সুদী (রহঃ) বলেন যে, তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তারা

ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, তারা ভাবতে থাকবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করানো হবে। মহিমাম্বিত আল্লাহর এ উক্তিগুলিও ঐ রূপ :

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ. تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً

সেদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে, কর্মকান্ত পরিশ্রান্তভাবে। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ২-৪)

تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ عَالِيَةٍ. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ

তাদেরকে উত্তম প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে, তাদের জন্য বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই যা তাদেরকে পুষ্ট করবেনা এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবেনা। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ৫-৭)

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ. لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

বহু মুখমন্ডল হবে সেদিন আনন্দোজ্জ্বল, নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতুষ্ট। অবস্থান হবে সমুন্নত জান্নাতে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ৮-১০) এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত রয়েছে।

২৬। যখন প্রাণ কঠাগত হবে।	۲۶. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ
২৭। এবং বলা হবে : কে তাকে রক্ষা করবে?	۲۷. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ
২৮। তখন তার প্রত্যয় হবে যে, উহা বিদায়ক্ষণ।	۲۸. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ
২৯। এবং পায়ের সংগে পা জড়িয়ে যাবে।	۲۹. وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ
৩০। সেদিন তোমার রবের নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে।	۳۰. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ

৩১। সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি।	۳۱. فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى
৩২। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।	۳۲. وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
৩৩। অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে।	۳۳. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ
৩৪। তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ!	۳۴. أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ
৩৫। আবার তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ!	۳۵. ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ
৩৬। মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে?	۳۶. أَتَحْسَبُ الْإِنْسَنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى
৩৭। সে কি স্থলিত শুক্রবিন্দু ছিলনা?	۳۷. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ
৩৮। অতঃপর সে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন।	۳۸. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّيْ
৩৯। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী।	۳۹. فَجَعَلَ مِنْهُ الْزَوْجَيْنِ

	الذِّكْرَ وَالْآثَى
৪০। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?	٤٠. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن تَحْيِيَ الْمَوْتَى

মৃত্যুর আলামত

এখানে মৃত্যু ও মৃত্যু-যাতনার খবর দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ আমাদেরকে ঐ কঠিন অবস্থায় সত্যের উপর স্থির থাকার তাওফীক দান করুন! **كُلًّا** শব্দটিকে এখানে ধমকের অর্থে নেয়া হলে অর্থ হবে : হে আদম সন্তান! তুমি যে আমার খবরকে অবিশ্বাস করছ তা উচিত নয়, বরং তাঁর কাজ-কারবারতো তুমি দৈনন্দিন প্রকাশ্যভাবে দেখতে রয়েছ। আর যদি এটা **حَقًّا** অর্থে নেয়া হয় তাহলেতো ভাবার্থ বেশি প্রতীয়মান হবে। অর্থাৎ যখন তোমার রুহ তোমার দেহ থেকে বের হতে থাকবে এবং তোমার কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ. وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

পরন্তু কেন নয় - প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক, আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও তাহলে তোমরা ওটা ফিরাওনা কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও! (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ৮৩-৮৭) বলা হবে :

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ কে তাকে রক্ষা করবে? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হল : কোন ঝাড়-ফুককারী আছে কি? আবু কিলাবা (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হল : কোন ডাক্তার ইত্যাদির দ্বারা কি আরোগ্য দান করা যেতে পারে?

কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদেও (রহঃ) এটাই উক্তি। (তাবারী ২৪/৭৫) মহান আল্লাহর উক্তি :

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে। এর একটি ভাবার্থ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতে এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাত তার উপর জমা হয়ে যাবে। ওটা দুনিয়ার শেষ দিন হয় এবং আখিরাতের প্রথম দিন হয়। সুতরাং সে কঠিন হতে কঠিনতম অবস্থার সম্মুখীন হয়। তবে কারও উপর আল্লাহ রাহমাত করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। দ্বিতীয় ভাবার্থ ইকরিমাহ (রহঃ) হতে করা হয়েছে যে, একটি বড় ব্যাপার অন্য একটি বড় ব্যাপারের সাথে মিলিত হওয়া। বিপদের উপর বিপদ এসে পড়া।

তৃতীয় ভাবার্থ হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ মনীষী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বয়ং মরণোন্মুখ ব্যক্তির কঠিন যন্ত্রণার কারণে তার পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। (তাবারী ২৪/৭৮) পূর্বে সেতো এই পায়ের উপর চলাফিরা করত, কিন্তু এখনতো তা মৃত এবং তাকে আর বহন করে চলবেনা। (কুরতুবী ১৯/১১২) মহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ সেই দিন আল্লাহর নিকট সব কিছু প্রত্যানীত হবে। রুহু আকাশের দিকে উঠে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মালাইকাকে নির্দেশ দেন : তোমরা এই রুহকে পুনরায় যমীনেই নিয়ে যাও। কারণ আমি তাদের সবাইকে মাটি হতেই সৃষ্টি করেছি, তাতেই তাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা হতেই পুনর্বীর তাদেরকে বের করব। যেমন এটা বার (রাঃ) বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসে এসেছে। এ বিষয়টিই অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে :

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ. ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۖ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় সমুপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা। তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার

অভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিত্ব হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আন'আম, ৬ : ৬১-৬২)

কিয়ামাত দিবসে অবিশ্বাসীদের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى.** ঐ কাফির ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে নিজের আকীদায় সত্যকে অবিশ্বাসকারী এবং স্বীয় আমলে সত্য হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী ছিল। কোন মঙ্গলই তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিলনা। না সে আল্লাহর কথাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত, আর না শারীরিকভাবে তাঁর ইবাদাত করত, এমনকি সে সালাতও কয়েম করতনা। বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩১-৩৩)

وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ

যখন তারা তাদের আপন জনের নিকট ফিরে আসত তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ : ৩১) অন্যত্র বলেন :

إِنَّهُمْ كَانُوا فِي أَهْلِهِمْ مَسْرُورًا. إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَن لَّنْ نَّحْوَ

সে তার স্বজনদের মধ্যেতো সহর্ষে ছিল, যেহেতু সে ভাবত যে, সে কখনই প্রত্যাবর্তিত হবেনা। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ১৩-১৪) এর পরেই আল্লাহ বলেন :

بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا

হ্যাঁ, (অবশ্যই প্রত্যাবর্তিত হবে) নিশ্চয়ই তার রাক্ষ তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ১৫)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ধমক ও ভয় প্রদর্শনের সুরে বলেন :
 ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ
 তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেও তুমি দম্ভ প্রকাশ করছ! যেমন
 অন্য জায়গায় রয়েছে :

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। (সূরা দুখান, ৪৪ : ৪৯)
 এটা তাকে ঘৃণা ও ধমকের সুরে কিয়ামাতের দিন বলা হবে। তিনি আরও বলেন :

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ جَرْمُونَ

তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরাতো
 অপরাধী। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ৪৬) অন্যত্র বলেন :

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُونِهِ

অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদাত করতে থাক।
 (সূরা যুমার, ৩৯ : ১৫) আরও বলা হয়েছে :

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ৪০) এ সমুদয়
 স্থানে এসব কথা ধমকের সুরেই বলা হয়েছে।

أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ. ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইরকে (রহঃ) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি
 ওয়া সাল্লাম আবু জাহলকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা
 কুরআন কারীমে হুবহু এই শব্দগুলি অবতীর্ণ করেন। (নাসাঈ ৬/৫০৪)

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ
 সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ফরমানের পর আল্লাহর ঐ দুশমন
 বলেছিল : 'হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ? জেনে রেখ যে, তুমি ও তোমার
 রাব্ব আমার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা, এই দুই পাহাড়ের মাঝে
 চলাচলকারীদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি।'

কোন লোককে বিনা জবাবদিহিতায় ছেড়ে দেয়া হবেনা

মহামহিমাবিত আল্লাহ এরপর বলেন : **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى** : মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? অর্থাৎ সে কি এটা ধারণা করে যে, তাকে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করা হবেনা? তাকে কোন হুকুম ও কোন কিছু হতে নিষেধ করা হবেনা? এরূপ কখনও নয়, বরং দুনিয়াতেও তাকে আদেশ ও নিষেধ করা হবে এবং পরকালেও তার কৃতকর্ম অনুসারে তাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে।

এর অর্থ হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার জীবনে সে যে সমস্ত কাজ করেছে তার কোনটাই হিসাব থেকে বাদ দেয়া হবেনা, আর কাবরে শায়িত অবস্থায়ও সাওয়াল-জবাব থেকে রেহাই দেয়া হবেনা। বরং ইহজগতে তাকে যে আদেশ নিষেধ করা হয়েছে সেই ব্যাপারে বিচার দিবসে তাকে প্রশ্ন করা হবে। এ কথা জানানোর উদ্দেশ্য এই যে, যারা আল্লাহর দীন থেকে দূরে সরে গেছে, দীনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে এবং দীনের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করেছে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া যে, কিয়ামাত অবশ্যম্ভবী। এখানে উদ্দেশ্য হল কিয়ামাতকে সাব্যস্ত করা এবং কিয়ামাত অস্বীকারকারীদের দাবী খণ্ডন করা। এ জন্যই এর দলীল হিসাবে বলা হচ্ছে : মানুষতো প্রকৃত পক্ষে শুক্রের আকারে প্রাণহীন ও ভিত্তিহীন পানির এক নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ ফোঁটা ছাড়া কিছুই ছিলনা। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওটাকে রক্তপিণ্ডে পরিণত করেন, তারপর তা গোশতের টুকরায় পরিণত হয়, এরপর মহান আল্লাহ ওকে আকৃতি দান করেন এবং সূঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর নারী। যে আল্লাহ এই তুচ্ছ শুক্রকে সুস্থ ও সবল মানুষে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি কি তাকে ধ্বংস করে দিয়ে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেনা? অবশ্যই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে আরও বেশি সক্ষম হবেন। যেমন তিনি বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রুম, ৩০ : ২৭) এই আয়াতের ভাবার্থের ব্যাপারেও দু'টি উক্তি রয়েছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশি প্রসিদ্ধ। যেমন সূরা রুমের তাফসীরে এর বর্ণনা ও আলোচনা বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সূরা কিয়ামাহ পাঠের পর দু'আ পাঠ

সুনান আবু দাউদে মুসা ইবন আবী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক স্বীয় ঘরের ছাদের উপর উচ্চস্বরে কুরআন মাজীদ পাঠ করছিলেন। যখন তিনি এই সূরার **أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ** এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন তখন তিনি বলেন, **بَلَىٰ** অর্থাৎ হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই এতে সক্ষম। জনগণ তাকে এটা পাঠ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন : ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা পাঠ করতে শুনেছি।’

সুনান আবু দাউদেই আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সূরা **أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ** পাঠ করবে এবং **وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ** (সূরা তীন, ৯৫ : ৮) এই আয়াত পর্যন্ত পড়বে সে যেন পাঠ করে : **بَلْ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِن** (হ্যাঁ, আপনি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক এবং সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমি নিজেও একজন সাক্ষী)।’ আর যে, ব্যক্তি **لَا أَقْسَمُ** **أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ** এ সূরাটি পাঠ করবে এবং **بِیَوْمِ الْقِيَامَةِ** এই আয়াত পর্যন্ত পৌছবে তখন যেন সে **بَلَىٰ** (হ্যাঁ) পাঠ করে। (আবু দাউদ ১/৫৪৯) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) একাই এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেননি।

সূরা কিয়ামাহ-এর তাফসীর সমাপ্ত।